লোক প্রশাসন চর্চা ও গবেষণা ঃ কিছু আনুষঙ্গিক প্রসঙ্গ

সালাহউদ্দিন এম আমিনুজ্জামান *

সূচনা

যে কোন শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ এবং এর তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক উৎকর্ষতার জন্য গবেষণার প্রয়োজন অনিবার্য। তবে শাস্ত্রের বিষয় ভেদে গবেষণার প্রকৃতি ও পদ্ধতি বিভিন্ন হয়ে থাকে। সামাজিক বিজ্ঞান চর্চার ব্যাপক অঙ্গনে একটি সুনির্দিষ্ট এলাকা হিসাবে লোক প্রশাসনের আবির্ভাব খুবই সাম্প্রতিক।[১] সেই অর্থে লোক প্রশাসনের চর্চা ও গবেষণা সামাজিক বিজ্ঞানের একটি নবীনতম সংযোজন। মৌলিক গবেষণাকে যদি কোন শাস্ত্রের বিকাশের পূর্বশর্ত ধরা হয় তাহলে বলা যায় লোক প্রশাসনের ক্ষেত্রে যেটুকু মৌলিক গবেষণা হয়েছে তার বেশীর ভাগই হয়েছে এই শাস্ত্রটিকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একটি শাখা হিসাবে চিহ্নিত করে। অন্যদিকে ব্যবহারিক/প্রায়োগিক গবেষণাও যা হয়েছে সেগুলোকে সমালোচকরা বলেছেন "সমস্যার সীমাবদ্ধ বিশ্লেষণ" মাত্র।[২] অর্থাৎ লোক প্রশাসনের প্রায়োগিক গবেষণাগুলোর বেশীর ভাগই হয়েছে শুধুমাত্র একটি সমস্যাকে সামনে রেখে একপেশে বিশ্লেষণ। লোক প্রশাসনের প্রায়োগিক গবেষণাগুলোকে তাই সমালোচকের দৃষ্টি ভঙ্গিতে বলা যায় তাত্ত্বিক কাঠামোহীন সমস্যা বিশ্লেষণের সীমাবদ্ধ চেষ্টা মাত্র। উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হচ্ছে লোক প্রশাসন চর্চা ও গবেষণার স্বরূপ নির্ণয় করা এবং ঐ গবেষণা কার্যক্রমের জন্য সম্ভাব্য পদ্ধতিগত দিকগুলো চিহ্নিত করা।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে একটি শাস্ত্র হিসাবে লোক প্রশাসন পশ্চিমী বিশ্বে বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই প্রথম ব্যাপক প্রসার লাভ করে। ইউরোপে এই শাস্ত্রের চর্চা ও গবেষণা হয় রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও রাজনৈতিক অর্থনীতির (Political Economy) বর্ধিত ও ফলিত অংশ হিসাবে।

---

* সহযোগী অধ্যাপক, লোক প্রশাসন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশে সত্যিকার Academic অর্থে লোকপ্রশাসনের চর্চা ও গবেষণার সূত্রপাত ১৯৭২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বতন্ত্র একটি বিভাগ খোলার মাধ্যমে। পরবর্তীকালে সত্তর দশকের মাঝামাঝি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়েও এই বিভাগ খোলা হয়। বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে লোক প্রশাসনের চর্চা ও গবেষণা আদৌ প্রয়োজন আছে কি না তা নিয়ে বেশ জোরালো তর্ক–বিতর্ক হয়েছে। বিরোধী গোষ্ঠীর যুক্তি ছিল যেহেতু লোক প্রশাসন মূলত একটি ফলিত বা প্রয়োগধর্মী (Applied and Practical) বিষয়বস্তু তাই ক্লাসরুম ভিত্তিক অভিজ্ঞতাহীন পুঁথিগত এই তাত্ত্বিক শিক্ষা কার্যক্রমের কারণে এই বিষয়বস্তুর চর্চা জাতীয় কর্মকান্ডে ও প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রচেষ্টায় তেমন উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারবে না। পক্ষান্তরে Academics গণ পাল্টা যুক্তি দেখান যে কোন শাস্ত্রই applied বা ব্যবহারধর্মী হতে পারে না যদি না তা উচ্চতর পর্যায়ে শিক্ষা ও গবেষণা দ্বারা সমৃদ্ধ হয়।[৩]

এই প্রবন্ধে লোক প্রশাসন চর্চার সমস্যাগুলো একটু বিস্তৃত এবং সর্বজনীনভাবে আলোকপাত করবার চেষ্টা করা হয়েছে। লোক প্রশাসনের চর্চা ও গবেষণার সমস্যাগুলো বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে সীমাবদ্ধ না রেখে বরং তা এই শাস্ত্রের বর্তমান State of Art বিতর্কের আলোকে উপস্থাপন করা হয়েছে।

লোক প্রশাসন ঃ তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

লোক প্রশাসনের জন্য গবেষণার উপযুক্ত পদ্ধতি নির্ণয়ের আগে লোক প্রশাসন শাস্ত্রটি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। সমাজ বিজ্ঞানের অন্যান্য প্রতিষ্ঠিত শাস্ত্রের মত লোক প্রশাসনেরও তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক দুটি ক্ষেত্রই রয়েছে। আলোচনার সুবিধার্থে আমরা প্রথমে লোক প্রশাসনকে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক দুই দৃষ্টিকোণ থেকেই বিশ্লেষণ করবো। এই দুই এলাকায় উদ্ভুত ও চিহ্নিত সমস্যাগুলোই শাস্ত্রের গবেষণার পরিসর এবং প্রকৃতি নির্দেশ করবে। অতঃপর সেই ধরনের গবেষণার জন্য কোন কোন পদ্ধতি উপযুক্ত আমরা সে বিষয়ে আলোকপাত করবো।

মানব সভ্যতার সূচনা থেকেই কোন না কোন ধরনের প্রশাসন ব্যবস্থা সক্রিয় ছিল। সুপ্রাচীনকাল থেকেই প্রশাসন পন্ডিতদের মনোযোগ আকর্ষণ করে আসছে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, মহাভারত, রামায়ণ, কনফুসিয়াসের মতবাদ, সরকার ও সংগঠন সম্পর্কে মূল্যবান মন্তব্যে সমৃদ্ধ। কিন্তু একটি পেশাগত শাস্ত্র হিসাবে এর চর্চা ও বিকাশ সাম্প্রতিক কালের। পশ্চিমী দৃষ্টিভঙ্গিতে ১৮৮৭ সালে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসনের লেখনী দ্বারাই সম্ভবতঃ একটি পরিপূর্ণ শাস্ত্র হিসাবে লোক প্রশাসন চর্চার সূত্রপাত্র। ঐ বিখ্যাত লেখনী দ্বারাই উইলসন প্রথমবারের মত রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাষ্ট্রের নির্বাহী বিভাগ হিসাবে লোক প্রশাসন ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস পান।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে লোক প্রশাসনের গবেষকেরা প্রশাসনের একটি সর্বজনীন নীতিমালা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন। Gullick এর POSDCORB নীতিমালা এরই ফলশ্রুতি। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে Chester Barnard, Herbert Simon প্রমুখ আধুনিক চিন্তাবিদরা সর্বজনীন নীতিমালার অভাব, তাত্ত্বিক শূন্যতা এবং সর্বোপরি "সংস্কৃতি আবদ্ধতার" যুক্তিতে লোক প্রশাসনকে বিজ্ঞানের সম্মান দিতে অস্বীকৃতি জানালেন। এছাড়া প্রশাসনের নীতিমালার বৈধতা ও ব্যবহার নিয়েও নানাবিধ প্রশ্ন দেখা দিল।[৪]

বিংশ শতাব্দির পঞ্চম ও ষষ্ঠ দশক লোক প্রশাসনের সন্ধিলগ্ন বলে পরিচিত। অতি সচেতন পন্ডিতগণ লোক প্রশাসনকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করে একটি পরিপূর্ণ শাস্ত্র হিসাবে চর্চা ও গবেষণার জন্য জোর প্রচেষ্টা চালান। চর্চার ক্ষেত্র হিসাবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সাথে সম্পর্কহীন হওয়ার প্রেক্ষিতে এ সময়ই লোক প্রশাসনের প্রেক্ষাপট ও পরিধির সংকীর্ণতা অনুভূত হলো। কিছু কিছু পন্ডিত "রাজনীতি–প্রশাসন দ্বৈততার" সূত্রকে তীব্রভাবে সমালোচনা করতে শুরু করলেন। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী New Deal কর্মসূচীর ফলশ্রুতিতে তুলনামূলক লোক প্রশাসন (Comparative Public Administration) ও উন্নয়ন প্রশাসনের (Development Administration) চর্চা ও গবেষণার সূত্রপাত হওয়ায় মূলধারা লোক প্রশাসনের (Main stream Public Administration) চর্চায় বেশ ভাটা পড়ে যায়। বস্তুত এ সময় থেকেই লোক প্রশাসনের "নিজ পরিচয় সংকট" (Identity crisis) শুরু হয়।[৫]

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক পরিবর্তন আসে সত্তরের দশকের প্রারম্ভে যখন ভিয়েৎনাম যুদ্ধ পরবর্তী যুক্তরাষ্ট্রে Neo-Marxist ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ তরুণ গবেষক এবং পেশাজীবিরা লোকপ্রশাসনের গবেষণা, চর্চা এবং ব্যবহারিক ব্যবস্থাপনায় গুণ ও মানের ক্ষেত্রে এক নূতন মাত্রার যোগ দেন। এই তরুণ প্রবক্তারা এক "নয়া লোক প্রশাসন আন্দোলনের" (New Public Administration Movement) সূত্রপাত করেন। তাঁদের মতে লোক প্রশাসন একটা উঠতি শাস্ত্র এবং ব্যবহারিক ব্যবস্থা হিসাবে কোনক্রমেই মূল্যবোধহীন(Value free) হতে পারে না বরং লোক প্রশাসন ব্যবস্থা কিছু মূল্যবোধকে কেন্দ্র করেই অগ্রসর হতে পারে আর সেগুলো হচ্ছে সামাজিক ন্যায় বিচার (Social Justice), সংবেদনশীলতা (Responsiveness), জনগণের অংশগ্রহণ (citizens participation) ও জনগণের পছন্দ (citizens choice) ইত্যাদি। এই মূল্যবোধগুলোকে কাঠামো করে লোক প্রশাসন ব্যবস্থার বিকাশ, মূল্যায়ন এবং চর্চা করা যেতে পারে বলে এই গোষ্ঠী যুক্তি দেখান।[৬]

বিগত পাঁচ দশকে কিংবা তার চেয়ে বেশী সময়ে লোক প্রশাসন চর্চা ও গবেষণার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য Paradigmatic পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে। লোক প্রশাসন চর্চা ও গবেষণায় এই সময়ের মধ্যে অন্তত পাচঁটি বিভিন্ন মডেলের উৎপত্তি ও বিকাশ হয়েছে। নিম্নের সারণীতে ঐ মডেলসমূহের একটি সংক্ষিপ্ত তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা হলোঃ

লোক প্রশাসনের পাঁচটি উল্লেখযোগ্য মডেল

মডেল	বিশ্লেষণী একক	বৈশিষ্ট্য	মুখ্য উদ্দেশ্য
ধ্রুপদী আমলাতান্ত্রিক মডেল	# সংগঠন # সরকারী এজেন্সি # কর্মীদল	# কাঠামো # পদসোপাণ # কর্তৃত্ব ও আদের্শগত ঐক্য	# কর্মদক্ষতা # কার্যকারিতা # মিতব্যয়িতা
সাম্প্রতিক আমলাতান্ত্রিক মডেল	# সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়া	# যৌক্তিক গবেষণাধর্মীতা # পদ্ধতিগত বিশ্লেষণ	# কর্ম যৌক্তিকতা # কার্যকারিতা # মিতব্যয়িতা # উৎপাদনশীলতা
প্রাতিষ্ঠানিক মডেল	# যৌক্তিক সিদ্ধান্তগ্রহণ # সংগঠন আচরণ # ব্যক্তি আচরণ	# প্রায়োগিক দৃষ্টিকোণ	# সংগঠনআচরণের নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ # Incremen-talism
মানবিক সম্পর্ক মডেল	# কর্মী ও কর্মীদল # তত্ত্বাবধায়ক ও কর্মী সম্পর্ক # তত্ত্বাবধায়ক ও কর্মী দক্ষতা # সাংগঠনিক পরিবর্তন	# আন্তঃ ব্যক্তিক ও আন্তঃদল # প্রেষণা # কর্তৃত্বের অংশীদারিত্ব	# কর্মীদের সন্তুষ্টি # ব্যক্তির বিকাশ ও মর্যাদা
লোক–পছন্দ মডেল	# সংগঠন–গ্রাহক সম্পর্ক # সাধারণ সেবার বন্টন # নেতৃত্বের বন্টন	# বিপরীত আমলাতান্ত্রিকতা # অতিমাত্রিক বিশ্লেষণধর্মীতা # বিকেন্দ্রীকরণ # বাজারধর্মীতা	# জনগণের পছন্দ ও আকাঙ্ক্ষা

সূত্র ঃ H. George Frederickson (1980)

উপরোল্লিখিত মডেলগুলোর সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, ব্যবহারিক পদ্ধতি হিসাবে লোক প্রশাসনের চূড়ান্ত মুখ্য উদ্দেশ্য (Ulimate Values to be Achieved) সম্পর্কে পন্ডিতদের মধ্যে তেমন মতৈক্য নেই। বিশ্লেষণী একককে কেন্দ্র করে বিভিন্ন প্রবক্তারা বিভিন্ন "চূড়ান্ত মুখ্য উদ্দেশ্য" নির্ধারণ করেছেন। তদুপরি ন্যূনতম কতগুলো উদ্দেশ্যকে চিহ্নিত করা যায়। সে গুলি হচ্ছেঃ

সরকারী খাত ব্যবস্থাপনায় কর্মদক্ষতা, কার্যকারিতা ও মিতব্যয়িতা (Efficiency, Effectiveness and Economy in Public Sector Management)

প্রশাসনিক যুক্তিবাদিতা (Administrative Rationality)

প্রশাসনিক আচার (Administrative Behaviour)

কর্মী সন্তুষ্টি ও অংশগ্রহণ (Employees Satisfaction and Participation)

লোক পছন্দ (Public Choice)

কিন্তু এই উদ্দেশ্যগুলো হাসিলের জন্য লোক প্রশাসন ব্যবস্থা কোন্ পদ্ধতিগত ক্রিয়াকলাপ বা কৌশলগত দিক গ্রহণ করবে তার কোন সুনির্দিষ্ট ইঙ্গিত এই মডেলসমূহে তেমন উল্লেখ নেই।

লোক প্রশাসন গবেষণা ও সমকালীন বিতর্ক

গত দুই দশকের গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনাগুলো বিশ্লেষণ করলে এটা সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, লোক প্রশাসন "একাডেমিক" চর্চার বিষয় হিসাবে গুরুতর মেধা সংকটে (Intellectual Crisis) ভুগছে।[৭] একদল পন্ডিত মনে করেন লোক প্রশাসনের মূলত নিজস্ব কোন তাত্ত্বিক ভিত্তি বা নিজস্ব কোন যৌক্তিক কাঠামো নেই। সমাজ বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখা-প্রশাখা যেমন রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি ও ব্যবস্থাপনা শাস্ত্রের তাত্ত্বিক কাঠামোর উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে লোক প্রশাসনের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক দিকগুলো। মৌলিক তাত্ত্বিক কাঠামোর অভাবের কারণেই প্রশাসন বিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞগণ জটিল প্রশাসনিক সমস্যা, এর অবস্থান, কারণ এবং সার্বিক ব্যাখ্যা দিতে সফল হননি। মোট কথা লোক প্রশাসন চর্চা ও ব্যবহারের মূল সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে এই শাস্ত্রের সুনির্দিষ্ট ও স্বাবলম্বী তাত্ত্বিক কাঠামোর অনুপস্থিতি।

আর এক দল পন্ডিত মনে করেন লোক প্রশাসন শাস্ত্র হিসাবে একটা পরিচিতি সংকটে (Identity Cridis) ভুগছে। তাঁরা প্রশ্ন তুলেছেন লোক প্রশাসন আদৌ একটা পেশা (profession) কিংবা একটা স্বীকৃত শাস্ত্র (academic discipline) কি না? পেশাদারিত্বের যে মৌলিক শর্তাবলী থাকা প্রয়োজন তা কি লোক প্রশাসন চর্চার একটি

ক্ষেত্র হিসাবে পূরণ করতে পেরেছে? সরকারী কর্মকান্ডের পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক, যদিও কাজের পরিধি এবং মৌলিকত্ব সম্পূর্ণ ভিন্ন তবু একজন পরমাণু বিজ্ঞানী বা ডাক্তার থেকে শুরু করে ডাকহরকরা পর্যন্ত সবাই লোক প্রশাসন ব্যবস্থার আওতাধীন তবুও প্রশ্ন দাঁড়ায় লোক প্রশাসন সত্যিকার অর্থে কি? কাকেই বা লোকপ্রশাসক বলা যেতে পারে? জ্ঞানের একটি সুনির্দিষ্ট শাখা হিসাবে এর মৌলিকত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে। মোটকথা শাস্ত্র বা Academic discipline হিসাবে এটা এখন পর্যন্ত সর্বজনীন স্বীকৃতি পায়নি।[৮]

ষাটের দশকে ব্যাপক প্রসার হলেও সাম্প্রতিককালে উচ্চতর পর্য্যায়ে লোক প্রশাসন চর্চা হচ্ছে কোন স্বীকৃত শাস্ত্রের আনুষঙ্গিক অঙ্গ হিসাবে। এই পরিচিতি সংকটের (identity crisis) ফলশ্রুতিতে এবং পেশাগত জ্ঞান ও গণবিষয়ক (public affairs) ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে উদ্ভুত ক্রমবর্ধমান চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে শিল্পোন্নত দেশগুলোতে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে লোক প্রশাসন পাঠক্রমগুলো নুতন নুতন নামে যেমন Public Affairs, Public Management, Public Policy Studies, Governmental Management পরিবর্তিত ও পরিচিত হচ্ছে।

লোক প্রশাসন যদি সত্যি সত্যি academic discipline হয় তবে এর মূল তাত্ত্বিক ভিত্তি ও কাঠামোটা কি? এর নিজস্ব দর্শন বা সর্বজনীন নীতিমালাগুলোই বা কি কি? এর কি নিজস্ব কোন মৌলিকত্ব আছে? থাকলে তা কি? লোক প্রশাসনের অবস্থান (locus) বা কেন্দ্রবিন্দু (focus) কোনটি? এইসব প্রশ্নের সুসংহত এবং স্বীকৃত জবাব এখনো মেলেনি। এই intellectual crisis ও indentity crisis লোক প্রশাসন গবেষণা ও চর্চার ক্ষেত্রে মৌলিক গবেষণার একটি ব্যাপক শূন্যতার দিক তুলে ধরছে।

তাহলে প্রশ্ন জাগে, এই "তাত্ত্বিক শূন্যতা", "পরিচিতি সংকট" (indenti crisis), "মেধা সংকট" (intellectual crisis) কাটিয়ে উঠতে লোক প্রশাসনে কোন ধরনের মৌলিক গবেষণা হওয়া উচিৎ? এ প্রশ্ন অত্যন্ত গভীর। কেননা যে শাস্ত্রের সংজ্ঞা নিয়েই এত দ্বন্দ্ব চলছে তার মৌলিক গবেষণার ক্ষেত্র নির্ণয় করা সন্দেহাতীতভাবে কঠিন।

লোক প্রশাসনের তাত্ত্বিক ভিত্তি কি হওয়া উচিত তা নিয়ে এখনো বেশ জোরালো বিতর্ক চলছে। উল্লেখযোগ্য মৌলিক গবেষণার অভাবের কারণেই এই শাস্ত্রের তাত্ত্বিক কাঠামোর ভিত্তি কি হবে তার কোন সুস্পষ্ট রূপরেখা এখনো মেলেনি। Caiden তাঁর লেখায় লোক প্রশাসন তত্ত্বের ও গবেষণার একটি সামগ্রিক রূপরেখা দিয়েছেন। তাঁর মতে ঃ

Any theory of Public Adminstration presuposses a general theory of politics or social action or living. For democrats, it would have to concern liberty, equality, constitutionalism, political accountability, community representativeness, and majority rule.

For elitist, it would have to incorporate notions of political leadership, public interest, rational order, societal responsibility, and mass loyalty.[৯]

কিন্তু এই রূপরেখাতেও একটি বিপরীতধর্মীতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তাছাড়া রাষ্ট্রবিজ্ঞান, আইন শাস্ত্র ও সামাজিক বিজ্ঞানের অন্যান্য শাস্ত্র থেকে লোক প্রশাসনের ভিন্নতাও খুব স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ছে না। অর্থাৎ পন্ডিত– গণ এখনো সুস্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করতে পারছেন না যে লোক প্রশাসনের মৌলিক গবেষণার জন্য তাত্ত্বিক ক্ষেত্র বা পরিধি কি হবে।

এই প্রবন্ধকারের মতে লোক প্রশাসন হচ্ছে একটি বিকাশমান শাস্ত্র যা সামাজিক বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখা–প্রশাখা থেকে ব্যপকভাবে সংগৃহিত প্রত্যয় (Concept), মডেল, এবং তাত্ত্বিক কাঠামোর উপর ভিত্তি করে সরকার ব্যবস্থাপনা (Government management) ও গণবিষয়াবলী (public affairs) সম্পর্কে সম্যক ধারণা সৃষ্টিতে এবং বিশ্লেষণে সহায়তা করে।।

লোক প্রশাসন শাস্ত্রের উপরোক্ত "সাময়িক" (Tentative) কার্যকরী সংজ্ঞার প্রেক্ষিতে এই শাস্ত্রের মৌলিক গবেষণার বিষয়বস্তু হিসাবে কতগুলো বিস্তৃত ক্ষেত্র (Broad areas) চিহ্নিত করা যায়। সে গুলো হচ্ছেঃ

- # লোকপ্রশাসনের দার্শনিক কাঠামো (Philosophical framework of Public Administration)
- # রাষ্ট্র, সরকার ও লোক প্রশাসনের স্বরূপ ও পারস্পরিক সম্পর্ক (Power and Role of State, Government and Public Administration System)
- # লোক প্রশাসনে নৈতিকতা (Ethics in Public Administration)
- # আইন ও নির্বাহী বিভাগের মধ্যস্থিত প্রাতিষ্ঠানিক সম্পর্ক (Institutional Relationship between Executive and Legislature)
- # প্রশাসনিক কর্তৃত্বের সীমা ও পরিধি (Scope and Limits of Administrative Authority)
- # প্রশাসন আইনের সীমা ও কেন্দ্র (Scope and Focus of Administrative Law)

প্রশাসনিক যুক্তিবাদিতা ও লোক–পছন্দ (Administrative Rationality and Public Choice)
রাজনৈতিক জবাবদিহিতার সীমা ও পরিধি (Scope and Limits of Political Accountability)

লোক প্রশাসন ঃ প্রায়োগিক বিশ্লেষণ

লোক প্রশাসনের প্রায়োগিক ক্ষেত্র নির্ণয় করতে হলে এর পরিসর ব্যাখ্যা প্রয়োজন। সরকারের নির্বাহী বিভাগের কার্যাবলীকে কেন্দ্র করে এর উদ্ভব হলেও বর্তমানে এর পরিসর অনেক দুর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। আধুনিক রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যের বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে বলে লোক প্রশাসনের উদ্দেশ্যেরও নবরূপায়ন ঘটেছে। এই পরিসর শুধু বৃদ্ধিই পায়নি তা আরো জটিল ও বৈচিত্রপূর্ণ হয়েছে।

লোক প্রশাসন ব্যবস্থা এখন কেবলমাত্র সরকারী নীতিমালা বাস্তবায়নের নৈর্ব্যক্তিক সংগঠনই নয় বরং নীতিমালা প্রণয়নে এটা একটা কার্যকর ভূমিকা পালন করে থাকে। সরকারী নীতিমালা প্রণয়নে এবং কার্যকর করার প্রতিটি স্তরেই লোক প্রশাসন ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। শুধু তাই নয় বাস্তব ক্ষেত্রে লোক প্রশাসন ব্যবস্থা সরকার পক্ষ, বিরোধীদলসমুহ, আমলাতন্ত্রসহ সকল Interest group এর স্বার্থ–সমন্বয়কারী উপাদান হিসাবে কাজ করে থাকে।

প্রায়োগিক অর্থে যে কোন লোক প্রশাসন ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে তিনটি ঃ ১) জনকার্যক্রমে কর্মদক্ষতা (efficiency) বৃদ্ধি; ২) জনকার্য্যক্রমের কার্যকারিতা (effectiveness) নিশ্চিতকরণ; এবং ৩) জনসম্পদের ব্যবহারে মিতব্যয়িতা (economy)

এই তিনটি মুল উদ্দেশ্যকে লক্ষ্য রেখে লোক প্রশাসনের প্রায়োগিক কৌশল ও দক্ষতার ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করা যায়। আর এইগুলোই লোকপ্রশাসনের প্রায়োগিক গবেষণার উপাদান ও ক্ষেত্রগুলোর প্রতি দিক নির্দেশ করে। উন্নয়নশীল দেশের পটভূমিকায় লোক প্রশাসনের প্রায়োগিক গবেষণার বিষয়াবলীর একটা সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্নে দেয়া হলো ঃ

সরকারী নীতি বিশ্লেষণ (Public Policy Analysis)
প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও মূল্যায়ন
নির্বাহী বিভাগের কর্মপরিধির বিশ্লেষণ ও সমন্বয়
সরকারী সংগঠনের কাঠামো, কার্যাবলী ও তার বিশ্লেষণ

সংগঠন ও তার পরিপার্শ্বিকতার পারস্পরিক প্রভাব
সংগঠন নকশাকরণ (Organization Design), নবায়ন ও সংস্কার
প্রশাসনিক আচরণ
প্রশাসনিক জবাবদিহিতা
আমলাতান্ত্রিক অকার্য্যকারিতা (Bureaucratic dysfunction)
কর্মীপ্রশাসন ও জনসম্পদ পরিকল্পনা ও বিশ্লেষণ
কর্ম ও পদ্ধতি সাধারণিকরণ (Work and Process Simplification)
কর্মদক্ষতা বিশ্লেষণ
সরকারী খাতের সামর্থের সদ্ব্যবহার ও উৎপাদনশীলতা বিশ্লেষণ (Capacity utilization and Productivity Analysis of the Public sector)
প্রশাসনিক সংস্কার পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া

গবেষণা পদ্ধতি চিহ্নিতকরণ

এখন প্রশ্ন হলো লোক প্রশাসনের গবেষণায় সবচেয়ে কার্যকরী পদ্ধতি কোনটি বা কোনগুলো? বিশদ আলোচনার আগে গবেষণা পদ্ধতি বলতে কি বোঝায় তা প্রথমেই নির্দিষ্ট করা প্রয়োজন। কোন বিষয়ের তত্ত্বীয় কাঠামোর উপর ভিত্তি করে আনুষঙ্গিক গবেষণা প্রশ্নাবলী ও অনুমিত প্রকল্পের আলোকে কোন সমস্যার বিশ্লেষণ ও সমাধানের কার্যকর প্রক্রিয়ার সমন্বয়কেই গবেষণা পদ্ধতি বলে। অর্থাৎ গবেষণা পদ্ধতি হচ্ছে এমন এক পরিকল্পিত ও সুসংবদ্ধ প্রক্রিয়া যা বিশ্লেষণের একক,উপাত্ত সংগ্রহের ও বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ার বিস্তারিত কাঠামোর সমন্বয়ে গঠিত। গবেষণা পদ্ধতিগুলোর মধ্য থেকে সুনির্দিষ্ট কোন একটিকে বেছে নেবার তেমন কোন স্পষ্ট ধরা বাঁধা নিয়ম নেই। গবেষকের আগ্রহ বা গবেষণার পরিসরই নয়, বরং সমস্যার প্রকৃতি, গবেষণার লক্ষ্য, ফলাফলের ভ্রমশূন্যতার কাম্যমাত্রা – এগুলোই গবেষণা পদ্ধতি মনোনয়নের উল্লেখযোগ্য শর্ত ও নিয়ামক। অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বলা যায় যে সামাজিক গবেষণার ক্ষেত্রে কেবল মাত্র একটি সুনির্দিষ্ট গবেষণা পদ্ধতি যথেষ্ট নয় বরং বিভিন্ন গবেষণা পদ্ধতির সমন্বয়েই কাম্য ফল লাভের জন্য সবচাইতে উপযোগী।

গবেষণা পদ্ধতি বাছাইয়ের ক্ষেত্রে অন্তত তিনটি শর্ত রয়েছেঃ

১. *গবেষণা প্রশ্নের উত্তর লাভ ঃ* যে গবেষণা পদ্ধতিই ব্যবহার করা হোক না কেন তা যেন গবেষণা প্রশ্নের উত্তর প্রদানে সক্ষম হয়। সুনির্দিষ্ট

গবেষণা প্রশ্নের ধরণ, জটিলতা, ও গবেষণার ক্ষেত্রই মোটামুটি ইঙ্গিত করবে কোন পদ্ধতি সবচেয়ে উপযোগী ও কার্যকর হবে। অর্থ্যাৎ গবেষণার প্রশ্ন/উদ্দেশ্যই প্রকারান্তরে বলে দেবে এর জন্য কি ধরনের উপাত্ত ও তথ্য প্রয়োজন হবে।

২. *জ্ঞানের বর্তমান স্তর ঃ* গবেষণা পদ্ধতি নির্দিষ্টকরণের পেছনে জ্ঞানের যে শাখায় গবেষণা হচ্ছে, তার বর্তমান অবস্থান একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। গবেষণায় বিশ্লেষক ও নিয়ামক চলকগুলো (explanatory variables) সম্পর্কে যদি বিস্তৃত ধারণা না থাকে, তবে গুণগত ও উৎঘাটনমূলক (qualitative and exploratory) গবেষণা পদ্ধতি বেশী সহায়ক। অপর পক্ষে যে চলকগুলো সম্পর্কে সম্যক ধারণা আছে, সেুলোর সম্পর্ক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে পরিমানগত ও পরীক্ষণ জাতীয় (quantitative and evaluative) গবেষণা পদ্ধতিই বেশী সহায়ক।

৩. *চলকের প্রকৃতিঃ* চলকগুলোকে কতটুকু নিয়ন্ত্রণ করা যায়, কি ভাবে তাদের পরিমাপ করা যায় ও কি মাত্রায় সেগুলো গবেষণার উদ্দেশ্য অনুযায়ী ব্যবহার করা যায় – এসবের উপরেও গবেষণা পদ্ধতি বাছাইয়ের ব্যাপারটি নির্ভর করে।

এছাড়া বিভিন্ন গবেষণা পদ্ধতির তুলনামুলক মুল্যায়নের জন্য নিম্নের বিষয়গুলোও পর্য্যালোচনা করা প্রয়োজনঃ

ক. গবেষণালব্ধ ফলাফলে জ্ঞানের যে শাখায় সাধারণভাবে বা ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা হবে তার অবস্থান, পরিধি ও স্বরূপ কি?

খ. গবেষণার ফলাফলের ক্ষেত্রে কতখানি যথার্থতা (level of accuracy) আশা করা হচ্ছে? কতটুকু পক্ষপাতিত্বই (biasness) বা সহনীয়?

গ. সর্বোচ্চ কতখানি নমুনায়নের ত্রুটি (sampling error) গ্রহণযোগ্য হবে?

ঘ. যে বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করা হবে, তা গবেষণার সীমাবদ্ধ সময় ও সম্পদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে কি?

লোকপ্রশাসন চর্চার ও গবেষণার সমসাময়িক অবস্থান (state of the art) বিশ্লেষণের পর একথা প্রায় নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, শাস্ত্র হিসাবে এর উন্নয়ন ও বিকাশের স্বার্থে ব্যাপক মৌলিক ও প্রায়োগিক গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে।

লোক প্রশাসনের তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক জ্ঞানের শূন্যতা পূরণের জন্য সব ধরনের গবেষণাই যেমন – পরীক্ষামূলক গবেষণা (experimental), বিশ্লেষণমূলক গবেষণা (Explanatory), মুল্যায়নধর্মী গবেষণা (Evaluation), উদঘাটনমূলক গবেষণা (Exploratory), বর্ণনামূলক গবেষণা (Descriptive), ইত্যাদি প্রায় সমানভাবে প্রযোজ্য।

গবেষণার ধরণ যাই হোক না কেন, লোকপ্রশাসন চর্চা ও গবেষণার জন্য এর নিজস্ব কোন সুনির্দিষ্ট গবেষণা পদ্ধতি নেই। সামাজিক বিজ্ঞানের অন্যান্য শাস্ত্রে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত সব উল্লেখযোগ্য গবেষণা পদ্ধতিই লোকপ্রশাসনের গবেষণায় সমানভাবে প্রযোজ্য ও কার্যকর। নীচে বর্ণিত সমাজ বিজ্ঞানের গবেষণা পদ্ধতিগুলো লোক প্রশাসনের গবেষণায় ব্যপকভাবে ব্যবহৃত হয়ঃ

১. কেস স্টাডি পদ্ধতি (Case Study)
২. জরীপ পদ্ধতি (Survey Method)
৩. পর্য্যবেক্ষণ পদ্ধতি (Observation Method)
৪. ঐতিহাসিক পদ্ধতি (Historical Method)
৫. বিষয় বস্তু বিশ্লেষণ পদ্ধতি (Content Analysis)
৬. মডেল প্রস্তুতিকরণ পদ্ধতি (Model building)
৭. প্রেক্ষাপট গঠন পদ্ধতি (Scenario building)
৮. অনুঘটক ক্ষেত্র বিশ্লেষণ পদ্ধতি (Force Field Analysis)

কেস স্টাডি পদ্ধতি ঃ কেস স্টাডি বলতে সাধারণত ঃ বোঝায় কোন একক ব্যক্তি বা কোন সংগঠনকে একক (unit of analysis) হিসেবে গ্রহণ করে তার সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করা। এই পদ্ধতি গবেষককে কোন সমস্যা এবং এর প্রকৃতি ও সম্পর্ক অনুধাবন করতে বা আবিস্কার করতে সাহায্য করে। এ ক্ষেত্রে গবেষণা বিষয়ের পূর্বাপর অবস্থা, কার্যকারণ সম্পর্ক এবং ঐ বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয় অনুসন্ধান করা হয়। লোক প্রশাসনের ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গিতে এর সমস্যার পরিধি ও ব্যাপকতার কথা চিন্তা করেই অনেক গবেষক এই পদ্ধতিকে বেশ কার্যকর মনে করেন। যেহেতু প্রশাসন ব্যবস্থা 'সংস্কৃতি আবদ্ধ' (culture bound) তাই প্রশাসনিক আচরণ, সমস্যার প্রকৃতি ও বিভিন্নতা বুঝাবার চেষ্টা হিসাবে একটি প্রতিনিধিত্বমূলক সংগঠন বা ঘটনা (representative organization or case) কে নিয়ে বিশ্লেষণ করে মোটামুটিভাবে গ্রহণযোগ্য অনুসিদ্ধান্তে পৌছানো সম্ভব।

জরীপ পদ্ধতি : এই পদ্ধতি সামাজিক বিজ্ঞানের গবেষণা ক্ষেত্রে বহুল ব্যবহৃত একটি পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে সাক্ষাৎকার, প্রশ্নপত্র, মাধ্যমিক উৎস প্রভৃতির মাধ্যমে কোন সুনির্দিষ্ট গবেষণার লক্ষে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। সহজ ভাষায় সামাজিক বিষয়াবলী সংক্রান্ত পরিমানগত তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতিই জরীপ পদ্ধতি। এ পদ্ধতির সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো সংক্ষিপ্ত সময়ে, ঘটনাস্থলে উপস্থিত না থেকেও প্রকৃত ঘটনা বা বিষয় সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা যায়। লোক প্রশাসনের গবেষনায় যেমন নীতি বিশ্লেষণ (policy analysis), প্রকল্প বিশ্লেষণ, মতামত বিশ্লেষণ বা যে কোন প্রাথমিক উপাত্ত ভিত্তিক (primary data base) গবেষণায় এই পদ্ধতি অত্যন্ত উপযোগী।

পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি : গবেষণার এই পদ্ধতিটিকে সবচেয়ে প্রাচীন এবং সর্বজনীন বললে ভুল বলা হবে না। প্রায় প্রত্যেক গবেষকই তাঁর জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে কোন না কোনভাবে এই পদ্ধতি ব্যবহার করে আসছেন। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অংশ গ্রহণের মাধ্যমে কোন বিষয়বস্তুকে নিয়ে তার বাহ্যিক এবং সুপ্ত (exposed and latent) আচার আচরণ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা সৃষ্টির প্রচেষ্টাই সহজ অর্থে পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি। কিন্তু কোন কিছুকে কাছ থেকে দেখলেই তাকে পর্যবেক্ষণ বলা যায়না। পর্যবেক্ষণ পদ্ধতিতে প্রয়োজন উদ্দেশ্যমুখীতা, সুশৃংখল তথ্য সংগ্রহের পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণ। লোক প্রশাসন গবেষণায় এই পদ্ধতিই এখন পর্যন্ত খুব বেশী প্রচলিত হয়নি। অবশ্য এটা এই পদ্ধতির সীমাবদ্ধতাকে তুলে ধরছে না বরং লোক প্রশাসনের গবেষকদের মধ্যে এই পদ্ধতি তেমন উৎসাহ বা প্রশিক্ষণের অভাবকে ইঙ্গিত করছে। আমলাতান্ত্রিক ও প্রশাসনিক আচার (Bureaucratic and Administrative behaviour), প্রশাসনিক পদ্ধতি ও ধারা, আমলাতান্ত্রিক অনাচার ও দুর্নীতি (bureaucratic dysfunction and corruption) এই জাতীয় সংবেদনশীল (critical) বিষয়ে গবেষণায় এই পদ্ধতি অত্যন্ত কার্যকর।

ঐতিহাসিক পদ্ধতি : অতীত ঘটনার বস্তুনির্ভর, অনুসন্ধানমূলক, বিস্তৃত এবং পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত লিখিত বিবরণই সহজ অর্থে আমরা ইতিহাস বলতে পারি । আর ঐতিহাসিক বর্ণনার ভিত্তিতে অতীত ঘটনা সম্পর্কে যুক্তি নির্ভর গবেষণা প্রচেষ্টাকেই ঐতিহাসিক পদ্ধতি বলে। লোক প্রশাসন সমাজ বা ইতিহাস বিচ্ছিন্ন কোন ব্যবস্থা নয়। ঐতিহাসিক বিবর্তন ও ঘটনাপ্রবাহের ঘাত–প্রতিঘাতেই যে কোন প্রশাসন ব্যবস্থা স্বীয় রূপ ধারণ করে। তাই এই শাস্ত্রের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক উভয় ধরনের গবেষণাতেই বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণের জন্য একটি পদ্ধতি হিসাবে ঐতিহাসিক পদ্ধতি তাৎপর্যপূর্ণ। প্রশাসনিক আইন, প্রশাসনিক সংস্কার ইত্যাদি গবেষণায় এই পদ্ধতি খুবই উপযুক্ত।

বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ পদ্ধতি : সামাজিক বিজ্ঞানের প্রায় প্রতিটি শাখার গবেষণায় এই পদ্ধতিটি ইদানীং বেশ প্রচলিত। সহজ অর্থে বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ পদ্ধতি হলো কোন মুদ্রিত বা প্রকাশিত, কিংবা অপ্রকাশিত তথ্য, উপাত্তের নিরীক্ষণ, বিষয়বস্তুর আলোকে কোন গবেষণা প্রশ্নের তাৎপর্যপূর্ণ এবং উদ্দেশ্যমূলক পুনরালোচনা। অর্থাৎ এই পদ্ধতিতে বিদ্যমান তথ্য ও উপাত্তকে ব্যাখ্যা ও সমালোচনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে সামগ্রিক

অনুসিদ্ধান্ত গ্রহণের চেষ্টা করা হয়। নীতি বিশ্লেষণমূলক, মূল্যায়নধর্মী কার্যক্রম, এবং অন্যান্য প্রশাসনিক কার্যক্রম বিশ্লেষণে এই পদ্ধতি যথেষ্ট সহায়ক।

মডেল প্রস্তুতিকরণ পদ্ধতি : সাধারণত অর্থনীতির গবেষকদের কাছেই এই পদ্ধতিটির ব্যপক ব্যবহার হয়ে থাকে। সাম্প্রতিক কালে Quantitative tools এর ব্যাপক পরিচিতি ও ব্যবহারের ফলে সামাজিক বিজ্ঞানের অন্যান্য শাস্ত্রেও এই পদ্ধতিটি ব্যাপকহারে ব্যবহৃত হচ্ছে। মডেল প্রস্তুতিকরণ পদ্ধতি দ্বারা গবেষক কোন গবেষণা সমস্যার সম্ভাব্য তাৎপর্যপূর্ণ চলকগুলোকে একটা তাত্ত্বিক কাঠামোতে ফেলে পরিসংখ্যান ও গাণিতিক বিশ্লেষণের চেষ্টা করেন। মডেল প্রস্তুতিকরণ শুধুমাত্র পরিমাণগতই (Quantitative) হবে এমন কোন বাঁধা ধরা নিয়ম নেই। অনেক সমাজ বিজ্ঞানী এটাকে গুণগত রূপে (Qualitative form) উপস্থাপিত করেছেন। তাঁরা গবেষণায় উল্লেখযোগ্য চলকগুলোকে একটা যৌক্তিক কাঠামোতে ফেলে সমস্যার স্বরূপ, প্রবাহ এবং সম্ভাব্য ধারা সম্পর্কে আলোকপাত করেন। লোকপ্রশাসন গবেষণায় বিশেষ করে আর্থ প্রশাসন, রাজস্বনীতি বিশ্লেষণ, সম্পদ বন্টন ও ব্যবস্থাপনা এবং বিভিন্ন প্রক্ষেপণ (Projections) ও প্রাকমূল্যায়ন (estimation) এর ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি যথেষ্ট সমাদৃত।

প্রেক্ষাপট গঠন পদ্ধতি : সাম্প্রতিককালে যে কয়টি নুতন ও পরীক্ষামূলক গবেষণা পদ্ধতি সামাজিক বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে তার অন্যতম হলো প্রেক্ষাপট গঠন পদ্ধতি। সাধারণত যে সব গবেষণা বিষয়বস্তু সম্পর্কে বাস্তবতা উদ্ভুত উপাত্ত (empirical data) ও তথ্য নেই বা সহজলভ্য নয় সে ক্ষেত্রে প্রক্ষেপণমুলক বিশ্লেষণ (projective analysis) এর জন্য এই পদ্ধতি বেশ উপযোগী বলে বিবেচিত হয়েছে। গবেষণা সমস্যার আলোকে ঐ সমস্যার সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত নিয়ামক চলকগুলোকে কোন যৌক্তিক কাঠামোতে ফেলে একটা গুণগত (qualitative) এবং বর্ণনামূলক প্রক্রিয়ায় *এটা হলে এই হবে বা হতে পারে* অবস্থা বর্ণনার প্রচেষ্টাই প্রেক্ষাপট গঠন পদ্ধতি। এই পদ্ধতির বেশ কিছু চিহ্নিত সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও লোক প্রশাসনের গবেষণায় এর ব্যবহার দিন দিন বিস্তৃত হচ্ছে। উন্নয়নশীল দেশে গবেষকদের জনসম্পর্কিত তথ্যে (Public document) প্রবেশাধিকার ও বিচরণ (access) খুবই সীমিত। এ ছাড়া আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের কারণে ঐ উপাত্তের validity and reliability বা বিশ্বাসযোগ্যতা যথেষ্ট কম। তবু বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে এই ধরনের গবেষণা পদ্ধতি সাম্প্রতিক কালে বেশ প্রসার লাভ করেছে। প্রশাসনিক সংস্কার, সংগঠন বিন্যাস, কর্মবিশ্লেষণ এই জাতীয় গবেষণায় প্রেক্ষাপট গঠন পদ্ধতি ইদানীং কালে মোটামুটিভাবে স্বীকৃত হয়েছে।

অনুঘটক ক্ষেত্র বিশ্লেষণ পদ্ধতি : লোক প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা শাস্ত্রে এই গবেষণা পদ্ধতি হালে পরীক্ষামূলকভাবে যথেষ্ট ব্যবহৃত হচ্ছে। কোন প্রশাসনিক সমস্যার স্বরূপ উৎঘাটন ও তার প্রতিকার সাধনের জন্য ঐ সমস্যাকে নেতিবাচক বা ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে এমন সব উপাদান (factor) গুলোকে চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হয়। এই

প্রক্রিয়ায় উন্মুক্ত বা অবাধ চিন্তা (Brain-Storming) পদ্ধতি ব্যবহার করে যতগুলো সম্ভব উপাদান চিহ্নিত করা হয়। ঐ চিহ্নিত উপাদানগুলোর প্রত্যেকটিকে তাদের প্রভাবের মাত্রা ও ক্ষমতা অনুযায়ী অনুর্ধ দশ (১০) এর মধ্যে একটি মান নির্দিষ্ট করা হয়। এইভাবে সবগুলো উপাদানের মান নির্ণয়ের পর সর্বোচ্চ মান অনুযায়ী উভয় ধরনের উপাদান থেকে প্রথম চারটি (৪) অর্থাৎ মোট আটটি (৮) সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য উপাদানকে critical factors হিসাবে গ্রহণ করা হয়। এই পর্যায়ে ঐ critical factors গুলোর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয়ের জন্য একটি বহুমাত্রিক গ্রীড ব্যবহার করে প্রতিটি উপাদানের জন্য একটা চূড়ান্ত মান পাওয়া যায়। যে উপাদানগুলো ক্রমধারায় অধিক মান সম্পন্ন সেগুলোকেই হেরফের (manipulate) করে ঐ সমস্যার সম্ভাব্য সমাধান খোঁজা হয়। লোক প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা শাস্ত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সমস্যা বিশ্লেষণ, নীতি বিশ্লেষণ এবং এ জাতীয় গবেষণায় এই পদ্ধতি খুবই কার্যকর বলে প্রমাণিত হয়েছে।

উপসংহার

একটা অগ্রসরমান শাস্ত্র হিসাবে লোক প্রশাসনের উন্নয়ন ও বিকাশের জন্য মৌলিক ও প্রায়োগিক দু'ধরনের গবেষণারই ব্যাপক প্রয়োজন রয়েছে। তবে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে মৌলিক গবেষণাকেই যথাযথ গুরুত্ব দেয়া উচিত – কেননা মৌলিক গবেষণার লব্ধ ফলাফলের উপর ভিত্তি করে এই শাস্ত্রের তাত্ত্বিক ও বিশ্লেষণী কাঠামো গড়ে উঠতে পারে এবং এই শাস্ত্রের সাম্প্রতিককালে চলমান State of the art বিতর্কে যথেষ্ট অবদান রাখতে পারবে।

লোক প্রশাসনের প্রায়োগিক গবেষণাকেও খাটো করে দেখা যায় না। আধুনিক রাষ্ট্রে – সরকার তার কর্মসূচী ও উন্নয়ন পরিকল্পনাকে কার্যকর করার জন্য লোক প্রশাসন ব্যবস্থাকে একটা যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে। আর এই যন্ত্রের পেশাগত উৎকর্ষতার উপর নির্ভর করে সরকার ও রাষ্ট্রের সাফল্য। এই পেশাগত উৎকর্ষতা বর্ধনের জন্য প্রয়োজন সুপরিকল্পিত প্রায়োগিক গবেষণা।

তথ্য নির্দেশ

১. Michael P. Barber, Public Administration, (London : Macdonald and Evana, 1972)

২. Lyton K. Caldwell, ``Methodology in the Theory of Public Administration" in James Charlesworth (ed) *Theory and Practice*

of Public Administration : Scope, Objectives and Methods, (Philadelphia : The American Academy of Political Science, 1968) -pp. 68-92.

৩. Syed Giasuddin Ahmed, ``Problems of Bureaucracy and Public Administration : Public Administration as An Academic Discipline" *The Bangladesh Observer*, April 25, 1969, এছাড়াও দেখুন, Syed Giasuddin Ahmed," Higher Education of Public Service" *Morning News*, (July 7, 1972).

৪. Robert A. Dahl, ``The Science of Public Administration" in Claude E. Hawley and Ruth G. Weitraub (ed), Administrative Questions and Political Answers (New York : D. Van Nosterand Co, Inc. 1966).

৫. Dwight Waldo, ``Scope of the Theory and Practice of Public Administration, in James Charlesworth (ed), *Theory and Practice of Public Administration : Scope, Objectives and Methods* (Philadelphia : The American Academy of Political Science, 1968), pp. 29-39.

৬. H. George Frederickson, *New Public Administration*, (Alabama : University of Alabama Press, 1980)

৭. Vincent Ostrom, *The Intellectual Crisis in American Public Administration* (Alabama : University of Alabama Press, 1974)

৮. বিশদ আলোচনার জন্য দেখুন James Charlesworth (ed), *Theory and Practice of Public Administration : Scope, Objectives and Methods*, (Philadelphia : The American Academy of Political Science, 1968)

৯. Gerald E. Caiden, *The Dynamics of Public Administration : Guidelines to Current Transformations in Theory and Practice*, (``Hinedole", Illinois : Dryden Press, 1971), p. 233.